গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল
uno.bhuapur.mopa.gov.bd

স্মারক নং-৩১.৩০.৯৩১৯.০০০.০১.০১৬.২২- ৭৬

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

(বিজ্ঞপ্তি নং- ০১/১৪৩০ বঙ্গাব্দ)

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি সংগঠন/সমিতির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূঞাপুর উপজেলাধীন ইজারাযোগ্য ২০ (বিশ) একরের নিম্নের আয়তন বিশিষ্ট নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০০৯-৬৩০ নম্বর স্মারক এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০২২খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২).৪৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন মোতাবেক আগামী ০৩(তিন) বছর (১৪৩১-১৪৩৩) বঙ্গাব্দ মেয়াদে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির নিকট থেকে (যেখানে যা প্রযোজ্য) শর্তসাপেক্ষে অনলাইনে http://jm.lams.gov.bd ওয়েব সাইটে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। সরাসরি কোন দরপত্র ক্রয় করা যাবে না।

নিম্নলিখিত তারিখ ও সময়ে অনলাইনে আবেদন পত্র গ্রহণ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	০৯ মাঘ থেকে ০৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৩ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি এর মধ্যে	ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইনে (jm.lams.gov.bd) ইজারার আবেদন দাখিল।
২.	০৩ ফাল্গুন এর পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে (jm.lams.gov.bd) দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি (সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক' এর আবেদন ফরমটি পূরণপূর্বক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমাপূর্বক চালানের মূলকপি সংযুক্ত করতে হবে।) সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইলে দাখিল।
৩.	১৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
৪.	২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১০ মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
৫.	১০ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৪ মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন
৬.	১৭ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৩১ মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
৭.	২৩ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৬ এপ্রিল ২০২৪ এর মধ্যে	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
৮.	১ লা বৈশাখ ১৪৩১বঙ্গাব্দ/১৪ এপ্রিল ২০২৪	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়া দেয়া।

১৪৩১-১৪৩৩ বঙ্গাব্দে ইজারাযোগ্য ২০ একর পর্যন্ত সরকারি জলমহালের তালিকা :

ক্র: নং	ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম	ইজারাযোগ্য জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন (একরে)	বিগত তিন বছরের গড় ইজারামূল্য	৫% বৃদ্ধিতে বার্ষিক সরকারী ইজারামূল্য	ইজারার মেয়াদকাল	মন্তব্য
০১.	ফলদা	আগতেরিল্যা বিল	৪.৩৯	৮০,০০০	৮৪,০০০	১৪৩১-১৪৩৩	
০২.	ফলদা	ধোপাদিঘী পুকুর	০.৮০	৫০,০০০	৫২,৫০০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৩.	ফলদা	মাদারিয়া পুকুর	০.৫৮	২০,০০০	২১,০০০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৪.	ফলদা	গুয়ার্পচা পুকুর	০.৬৫	৫০,০০০	৫২,৫০০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৫.	ফলদা	ফলদা রসুল্যার পুকুর	০.২৫	১৫,০০০	১৫,৭৫০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৬.	ফলদা	ফলদা চোরা পুকুর	০.২৩	১৫,০০০	১৫,৭৫০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৭.	ফলদা	ভাওয়াল বাড়ী দিঘী	১.৭৭	৫০,০০০	৫২,৫০০	১৪৩১-১৪৩৩	
০৮.	অলোয়া	নিকলা কদিম পুকুর	১.৪৪	২৮,০৫০	২৯,৪৫৩	১৪৩১-১৪৩৩	
০৯.	অলোয়া	নিকলা পুকুর	০.৪৩	১২,০০০	১২,৬০০	১৪৩১-১৪৩৩	
১০.	অলোয়া	অলোয়া পুকুর	১.৩৭	৫৫,০০০	৫৭,৭৫০	১৪৩১-১৪৩৩	
১১.	গোবিন্দাসী	শালদাইর পুকুর	৩.২৮	৪,২৫,০০০	৪,৪৬,২৫০	১৪৩১-১৪৩৩	

শর্তসমূহ :

১। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্ধারিত কর্মদিবস ০৯ মাঘ হইতে ০৩ ফাল্গুন (২৩/০১/২০২৪ খ্রি. তারিখ হইতে ১৬/০২/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত) মধ্যে http://jm.lams.gov.bd ওয়েব সাইটে আবেদন করা যাবে।

২। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা/মুখবন্ধখামে ০৩ ফাল্গুন/১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী ০৩ কার্যদিবসের (১৮/০২/২০২৪ খ্রি. হইতে ২০/০২/২০২৪ খ্রি.) মধ্যে উপজেলা ভূমি অফিস, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল দাখিল করতে হবে।

৩। দাখিলকৃত আবেদন প্রার্থীত জমহালের বার্ষিক সরকারি মূল্য অপেক্ষা কম হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। অনলাইনে http://jm.lams.gov.bd মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপির সহিত আবেদন ফরমের মূল্যবাবদ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (যে কোন তপসিল ব্যাংক হতে) করতে হবে। উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইলের অনুকূলে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

CamScanner

৪। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি /সমবায় সমিতি যা 'সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত' সে সমিতি বা সমবায় সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

৫। নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ)/ নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একইসাথে তার অনুলিপি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও আহবায়ক উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির বরাবর দাখিল করবেন।

৬। প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি/ অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।

৭। আবেদকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি/ সমবায় সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমানস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র এবং সাথে বিগত ২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সংগে দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠনের/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৮। যদি সংশিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/ জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৯। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমবায় সমিতি/ সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না ।

১০। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে।

১২। ইজারা মূল্যের উপর সরকারের নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর লীজমানির সাথে একত্রে প্রদান করতে হবে।

১৩। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' ২০০৯ এ বর্ণিত অন্যান্য শর্তাবলী এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধি বিধান ইজারাদার মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

১৪। জলমহাল ও জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাদিসহ যে কোন বিষয় উপজেলা ভূমি অফিস, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল হতে জানা যাবে।

১৫। ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং ইজারার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭/১/২৪

(মোঃ জাহিদুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।

স্মারক নম্বর-৩১.৩০.৯৩১৯.০০০.০১.০১৬.২২- ৭২

তারিখঃ ০৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৭ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপিঃসদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), টাঙ্গাইল।
৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।
৬। মেয়র, ভূঞাপুর পৌরসভা, ভূঞাপুর টাঙ্গাইল।
৭। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, টাংগাইল।
৮। উপজেলা .....কর্মকর্তা, ভূঞাপুর , টাঙ্গাইল।
৯। চেয়ারম্যান/সচিব .....ইউনিয়ন পরিষদ(সকল), ভূঞাপুর, টাঙ্গইল।
১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (সকল).....ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল। তাকে নোটিশটি এলাকায় বহুল প্রচার পূর্বক জারীর কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। সম্পাদক, ..., ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল। বিজ্ঞপ্তিটি আগামী..... খ্রি. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। জনাব ..... ।
১৩। নোটিশ বোর্ড।

১৭/১/২৪

(ফাহিমা বিনতে আখতার)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য- সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল।

CamScanner